চতুর্বিংশ অধ্যায়

ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ ও রাজনীতি (Regionalism in India and Politics)

অধ্যায়ের বিষয়বস্তু

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থেকে বৃহৎ রাষ্ট্র অথবা বৃহৎ রাষ্ট্র থেকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিকাশ ঐতিহাসিক সত্য। ভারতবর্ষ অতীতে উপমহাদেশ ছিল। ক্রমে ক্রমে ছোটো হয়েছে। দেশের নাম হয়েছে "ভারত"। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সিংহল, বার্মা ইত্যাদি গত একশো বছরে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তথাপি সাম্প্রতিক ভারতের বসবাসকারী ভারতবাসীরা সন্তুষ্ট নয়। ভারতকে টুকরো টুকরো করতে বা রাজ্যকে বিভাজন ঘটাতে একদল মানুষ সক্রিয়। এই প্রবণতার কারণ থাকতে পারে তথাপি অনভিপ্রেত। কিছু রাজনীতিকের কাছে অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত বলে বিভাজন আজ মুছে গেছে। জন্ম নিয়েছে আঞ্চলিকতাবাদ। রাজনীতিতে সাফল্যের একটি সোপান হিসাবে এর তাৎপর্য ব্যাপক।

২৪.১ ভূমিকা (Introduction)

ক্ষুদ্র একক হতে বৃহত্তর এককের উদ্ভব বা বৃহত্তর একক হতে ক্ষুদ্রতর এককের রূপান্তর বাস্তব সত্য। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ছোটো এলাকা কালক্রমে বৃহৎ রাষ্ট্রে পর্যবসিত হয়েছে; তেমনি বহু বৃহৎ রাষ্ট্র পরবর্তী কালে ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে বিভাজিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেরোটি অঙ্গরাজ্য নিয়ে শুরু করে আজ সেখানে পঞ্চাশটি রাজ্য বিদ্যমান—পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্র। পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে যা খ্যাত ছিল তা আজ ষোলোটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। এলাকার পরিবর্তন সব সময়েই ঘটে চলেছে। এলাকা বা অঞ্চলকে ইংরেজিতে বলা হয় রিজিয়ন (Region)। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম প্রত্যয় আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism) এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই বিকশিত।

বস্তুত অঞ্চল হল অন্যান্য নিকটবর্তী এলাকা থেকে স্বতন্ত্র একটি এলাকা যা বিশেষ সমজাতীয় ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। "দি ইন্টারন্যাশান্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্স" অঞ্চল বলতে বোঝায় "as a homogeneous area with physical and cultural characteristics, distinct from those of neighbouring areas" উদাহরণ হিসাবে উত্তর আফ্রিকার সাহারা অঞ্চল, পূর্ব এশিয়া ও ভারত মহাসাগর অঞ্চল হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

'অঞ্চল-এর' বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ভূগোল বিশারদরা ভৌগোলিক এলাকার উপর সার্বিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। সমাজতাত্ত্বিকরা সমজাতীয় সাংস্কৃতির উপাদানের এবং রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। সংক্ষেপে অঞ্চল (Region) হল সমজাতীয় ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত স্বতন্ত্র মতাদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি এলাকা।

২৪.২ আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism)

আঞ্চলিকতাবাদের সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকগণ আঞ্চলিকতাবাদ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সুতরাং আমরা আভিধানিক সংজ্ঞা দিয়ে আলোচনা শুরু করতে

পারি। ওয়েবস্টার অভিধান অনুসারে আঞ্চলিকতাবাদ হল "a consciousness of and by loyality to a distinct sub-national or supranational areas characterised by a common culture, background and interests." অর্থাৎ আঞ্চলিকতাবাদ হল এক ধরনের মানসিকতা ও আনুগত্য যা একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিকশিত এবং সমসংস্কৃতি, পটভূমি ও অভিন্ন স্বার্থসমূহ দ্বারা বৈশিষ্ট্যান্বিত।

অধ্যাপিকা ভারতী মুখার্জি তাঁর *Regionalism in Indian Perspective* গ্রন্থে আঞ্চলিকতাবাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে "... defined as an emotional attachment to a particular region in preference to the whole country and in some cases in preference to the constitutional unit of which the region is a part." অধ্যাপিকা মুখার্জির বক্তব্য টমাস হুয়েগলিন (Thomas Hueglin)-এর অনুরূপ। তিনিও *Regionalism in West Europe* গ্রন্থে ব্যাপক জাতি (Trans national) ও উপজাতি (Sub national)-র মধ্যেকার পার্থক্যের ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

বস্তুত আঞ্চলিকতাবাদের দু'টি অর্থ দেখা যায়। যথা—(১) প্রচলিত অর্থ এবং (২) মতাদর্শগত অর্থ। প্রচলিত অর্থে আঞ্চলিকতাবাদ হল সমগ্র দেশের তুলনায় নিজ অঞ্চলের প্রতি জনগণের অধিকতর ভাবগত আসক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সমগ্র ভারত অপেক্ষা বাঙালিদের মনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অধিকতর আসক্তি দেখা যায়। আর মতাদর্শগত অর্থে শুধু স্বীয় অঞ্চলের প্রতি জনগণের আসক্তি থাকলে চলবে না; এছাড়া ঐ অঞ্চলের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানে জনগণের সক্রিয় উদ্যোগ থাকতে হবে। গোর্খাল্যান্ডের প্রতি গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট তথা সুবাস ঘিসিং-এর আন্দোলন মতাদর্শগত আঞ্চলিকতাবাদের নিদর্শন।

ইকবাল নারায়ণ (Iqbal Narain) তাঁর *Regionalism : A Conceptual Analysis in the Indian Context* গ্রন্থে আঞ্চলিকতাবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে আঞ্চলিকতাবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় অর্থই আছে। ইতিবাচক অর্থে আঞ্চলিকতাবাদ হল একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ভৌগোলিক এলাকার অধিবাসীদের আত্মবিকাশের প্রয়াস এবং নেতিবাচক আঞ্চলিকতাবাদ হল কোনো এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে আপেক্ষিক বঞ্চনার কারণে স্বতন্ত্র মনোভাব। কোনো রাষ্ট্রে সরকারি উদাসীনতার কারণেই মূলত নেতিবাচক আঞ্চলিকতা বাদ বেড়ে ওঠে।

ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism in India)

ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ভারতবর্ষ নামের মধ্যেই আঞ্চলিকতাবাদ দেখা যায়। কারণ অতীতে ভারত একটি উপমহাদেশ ছিল এবং নাম ছিল জম্বু দ্বীপ। কথিত আছে এই জম্বু দ্বীপের যে অংশ বা বর্ষ ভরত রাজা দ্বারা শাসিত হত তা-ই 'ভারতবর্ষ' নামে চিহ্নিত হয়। এছাড়া, ইতিহাস অনুসন্ধান করলে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের নিদর্শন মেলে। খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে ভারতবর্ষ ষোলোটি 'মহাজনপদ'-এ বিভক্ত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র "অঙ্গুত্তর নিকায়" (Anguttara Nikaya)'-এ এই সমস্ত মহাজনপদ সম্পর্কিত যে বিবরণ মেলে তাতে আঞ্চলিকতাবাদের যথেষ্ট উপাদান দেখা যায়।

প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ 'বায়ু পুরাণ'-এ উল্লেখিত হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে সাতটি বৃহৎ অঞ্চলে বিভক্ত থাকার এবং তন্মধ্যে ১৬৫টি জনপদের কথা বর্ণিত আছে। প্রতিটি জনপদ স্ব স্ব ভৌগোলিক এলাকায় পৃথকীকৃত ছিল এবং তাদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ বিরাজ করত।

অনুরূপ মধ্যযুগে মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী-তে আঞ্চলিকতাবাদ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসন কালে ভারতে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করার উদ্যোগ গৃহীত হলেও আঞ্চলিকতাবাদ বিরাজ করত। কারণ ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের জাতি, বংশ, সমাজ সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি নির্বিশেষে ভারতের এক একটা অংশকে প্রশাসনিক একক হিসাবে বিভাজন করে। বস্তুত এ সময়ে ব্রিটিশ শাসিত রাজা ও রাজন্যবর্গের রাজ্যে ভারত বিভাজিত ছিল এবং ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভাজন স্পষ্টতই দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ মাদ্রাজ প্রদেশ তামিল, তেলেগু ও মালয়ালম অঞ্চলে বিভক্ত ছিল।

সাম্প্রতিক ভারতে বিভিন্ন প্রকারের আঞ্চলিকতাবাদ পরিলক্ষিত হয়। এই আঞ্চলিকতাবাদকে হাতিয়ার হিসাবে কিছু বিশিষ্ট মানুষ ক্ষমতা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভে নিয়োজিত। রজনী কোঠারী আঞ্চলিকতাবাদের মধ্য দিয়ে কীভাবে স্থানীয় বিক্ষোভ কাজে লাগানো হয় তার বিশদ আলোচনা করেছেন। ফলত ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের রাজনীতিকরণ ঘটেছে।

ডি. সি. গুপ্তা *Indian Government and Politics* গ্রন্থে বলেন ভারতের বৈচিত্র্যের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ হল আঞ্চলিকতাবাদ এবং এই আঞ্চলিকতাবাদ প্রায় সমগ্র ভারতে সতত বিরাজমান। তাঁর মতে ভারতীয় রাজনীতিতে চারটি ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিকতাবাদের প্রাবাল্য দেখা যায়। তার ভিত্তি হল যথাক্রমে : (১) কতকগুলি রাজ্যে অধিবাসীদের মধ্যে ভারত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি; (২) কতকগুলি অঞ্চলে অধিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি; (৩) কতকগুলি অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের দাবি এবং (৪) আন্তঃরাজ্য বিরোধের যথাযথ নিষ্পত্তির জন্য কিছু অঞ্চলের স্বতন্ত্র দাবি।

পরিশেষে একথা স্বীকার করতেই হয় যে ভারতের সংবিধানে আঞ্চলিকতার চিন্তা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কারণ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভাবনা ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতাকে স্বীকার করে। ভারত সংবিধানের ১নং ধারায় উচ্চারিত হয়েছে "India, that is Bharat, shall be a Union of States" ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য বা স্বাধীন উপজাতি অঞ্চল যা ষষ্ঠ তালিকায় (Sixth Schedule) বর্ণিত তাতে আঞ্চলিকতার স্বীকৃতি স্পষ্ট। ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের পরেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদ প্রকট হয়ে ওঠে। মাদ্রাজ রাজ্য অথবা অন্ধ্রপ্রদেশ সৃষ্টিতে তা বোঝা যায়। ১৯৫৬ সালে ভারতে রাজ্য পুনর্গঠন আইন (State Reorganisation Act, 1956) ভারতের মানচিত্রকে আমূল পরিবর্তন করে।

সাংবিধানিক আঞ্চলিকতা ব্যতীত সংবিধান বর্হিভূত (Extra–constitutional) কারণে ভারতে নেতিবাচক আঞ্চলিকতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অধ্যাপিকা ভারতী মুখার্জি বলেন ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ উত্তরে কাশ্মীর হতে দক্ষিণে কন্যাকুমারী এবং পশ্চিমে গুজরাত হতে উত্তর-পূর্ব রাজ্যসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত। কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট, খালিস্তানি আন্দোলন, অসমে উলফা, ত্রিপুরার উপজাতি ভলিন্টিয়ার ফোর্স, নাগা উপজাতিদের আন্দোলন বা গোর্খা মুক্তি মোর্চা ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের নিদর্শন।

২৪.৩ ভারতীয় আঞ্চলিকতাবাদের প্রকারভেদ (Types of Regionalism in India)

বস্তুত ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ নতুন কোনো বিষয় নয়। ঐতিহাসিকভাবেই ভারত সমাজ পর্যবেক্ষণ করলে আঞ্চলিকতাবাদের অস্তিত্ব স্পষ্ট দেখা যায়। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, দেশি, বিদেশি মানুষের সংমিশ্রণে আধুনিক ভারত গড়ে উঠেছে। তবে তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যও অব্যাহত আছে। ইতিহাসের কথায় "ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য" (Unity in diversity)। এই বৈচিত্র্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আঞ্চলিকতাবাদ প্রকট হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের মানুষ একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাঙালি হিসাবে বসবাস করছে। অন্যদিকে কিছুদিন পূর্বে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পাহাড়ি উপজাতিরা পৃথক রাজ্যের দাবি

করতে থাকে সৃষ্ট হয় ন্যাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ নামীয় রাজ্যসমূহ। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী নেপালিরা পূর্বে সুবাস ঘিসিং বর্তমান বিমল গুরুং এর নেতৃত্বে দার্জিলিং, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চল নিয়ে 'গোর্খাল্যান্ড, গড়ে তোলার দাবিতে সরব হয়েছে। এরূপ ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব, উত্তরাঞ্চল, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা প্রভৃতি অঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদের প্রাবাল্য পরিলক্ষিত হয়। সর্বত্র কারণগুলি এক নয়। এর ভিন্ন ভিন্ন কারণ তথা উপাদান আছে এবং তার ভিত্তিতে ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের যে নানা রূপ দেখা যায় তা সংক্ষেপে আলোচিত হল।

ভারতীয় সমাজে সংস্কৃতিক বৈচিত্র্যর জন্য আঞ্চলিকতাবাদের রূপরেখার মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। অধ্যাপিকা ভারতী মুখার্জির মতে ভারতে মূলত তিন ধরনের আঞ্চলিকতাবাদ দেখা যায়। যথা—

(১) ভৌগোলিক আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism in terms of Geographical Space);

(২) দৃষ্টিভঙ্গিগত আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism in terms of prevalent attitude) এবং

(৩) চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনজনিত আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism in terms of ultimate goal)।

১. ভৌগোলিক আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism in terms of Geographical Space): সাধারণ অর্থে ভৌগোলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে আঞ্চলিকতাবাদ বিকশিত হয় তা ভৌগোলিক আঞ্চলিকতাবাদ নামে অভিহিত হয়। ভারত রাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারীদের মধ্যে বাঙালি বোধ ভৌগোলিক আঞ্চলিকতার নিদর্শন। রাষ্ট্রের পরিবর্তে রাজ্যের ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদ যুক্তরাষ্ট্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদ গৃহযুদ্ধকে ডেকে আনে। রাজ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভৌগোলিক আঞ্চলিকতাবাদকে তিন ভাগে বিভাজন করা হয়। যথা—

(ক) রাজ্য সীমানাতিক্রান্ত বা অতিরাষ্ট্রীয় আঞ্চলিকতাবাদ (Super-State Regionalism)

(খ) আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ (Inter-State Regionalism)

(গ) অন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ (Intra-State Regionalism)

(ক) রাজ্য সীমানাতিক্রান্ত বা অতিরাষ্ট্রীয় আঞ্চলিকতাবাদ (Super-State Regionalism) : যখন কোনো আঞ্চলিকতাবাদ একটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একাধিক রাজ্য জুড়ে আঞ্চলিকতাবাদ বিকশিত হয় তখন তা রাজ্য সীমানাতিক্রান্ত (Super-State Regionalism) নামে অভিহিত হয়। দ্রাবিড় প্রজাতন্ত্রের (Republic of Tamil Nad) দাবি রাজ্য সীমানাতিক্রান্ত আঞ্চলিকতাবাদের নিদর্শন। অনুরূপ ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি এ ধরনের আঞ্চলিকতাবাদের উদাহরণ। কারণ এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলকে দাবি করে।

তামিলনাড়ু বা দ্রাবিড় স্থানের মধ্যে ৬টি রাজ্য যা বিন্ধ্য পর্বতের নীচে দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত তাদের একীভূত করার দাবি এই আঞ্চলিকতাবাদের মধ্যে শামিল হয়।

(খ) আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ (Inter-State Regionalism) : প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে তথা একাধিক রাজ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে যে আঞ্চলিকতাবাদ বিকশিত হয় তা আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ নামে খ্যাত। যথা সীমানা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হরিয়ানা-পাঞ্জাব, বা মহারাষ্ট্র-কর্ণাটকের মধ্যে বিকশিত আঞ্চলিকতাবাদ বা বোম্বাই রাজ্যের বিভাজন হবার পর গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে জল বণ্টনকে কেন্দ্র করে এ ধরনের আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ দেখা যায়।

(গ) অন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ (Intra-State Regionalism) : একটি রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রশ্নে যে আঞ্চলিকতাবাদ বিকশিত হয় তা অন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ নামে অভিহিত হয়। অনেকে একে উপ-আঞ্চলিকতাবাদ (Sub-Regionalism) বলে চিহ্নিত করে থাকেন। এর অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের মধ্যে এ ধরনের ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকে। যথা মহারাষ্ট্রে বিদর্ভ রাজ্যের দাবি বা অসমে বোরোল্যান্ড বা অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবিকে এর নিদর্শন বলে উল্লেখ করা যায়।

তবে এটাও সত্য যে ভৌগোলিক আঞ্চলিকতাবাদের এই তিন ধরনের সময়ান্তরে পরিবর্তিত হতে পারে। আজ যে অন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ নামে বিকশিত আগামীকাল তা আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদে অথবা রাজ্য সীমানা অতিক্রান্ত আঞ্চলিকতাবাদে রূপান্তরিত হতে পারে। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে অন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ হিসাবে বিকশিত হলেও পরবর্তী কালে। আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদে পর্যবসিত হতে উদ্যোগী।

২. দৃষ্টিভঙ্গিগত আঞ্চলিকতাবাদ (**Regionalism in terms of Prevalent attitude**) : স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। বস্তুত জনগণের এক অঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক অনুভূতি অন্য অঞ্চল হতে ভিন্ন। ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদির কারণে মানুষের জীবনধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। ফলত এই ভিন্ন মনোভাব জনিত কারণে যে আঞ্চলিকতাবাদ বিকশিত হয় তা দৃষ্টিভঙ্গিগত আঞ্চলিকতাবাদ নামে চিহ্নিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হওয়ার কারণে দৃষ্টিভঙ্গিগত আঞ্চলিকতাবাদ দেখা যায়। অধ্যাপিকা ভারতী মুখার্জি দৃষ্টিভঙ্গিগত আঞ্চলিকতাবাদকে দু'টি বিভাগে বিভাজন করেছেন। যথা (ক) বঞ্চনাজাত আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism as an expression of a sense of deprivation) এবং (খ) ভূমিজ মনোভাব প্রসূত আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism as an expression of nativist attitude)। সংক্ষেপে এগুলি আলোচিত হল।

(ক) বঞ্চনাজাত আঞ্চলিকতাবাদ (**Regionalism as an expression of a sense of deprivation**) : অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনা ও ওদাসীন্য হতে কোনো কোনো অঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদ উৎসারিত হতে পারে। কারণ সব অঞ্চলের মানুষেরা ভালো করে বাঁচতে ও অধিক স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে থাকে। এই বঞ্চনাজাত মানসিকতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় যখন কোনো রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্য ভিন্ন রাজনৈতিক দল শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকে। বঞ্চনাজাত আঞ্চলিকতাবাদ জঙ্গি রূপ ধারণ করতে পারে। ভারতে বোড়োল্যান্ডের দাবি এর উদাহরণ। সময়ে সময়ে এ ধরনের আঞ্চলিকতাবাদ স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিও করে থাকে।

(খ) ভূমিজ মনোভাব প্রসূত আঞ্চলিকতাবাদ (**Regionalism as an expression of nativist attitude**) : ইতিহাস, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, অতিকথা (Myths), প্রতীক ইত্যাদি কোনো কোনো অঞ্চলে ভূমিজ মনোভাব গড়ে তোলে এবং তা পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়। দু'য়ের দশকে দ্রাবিড় কাজাঘাম (D. K) বা দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম (D M K) আন্দোলনে এ ধরনের মানসিকতা দেখা যায়। আসু (All Assam Student Union), আমরা বাঙালি ইত্যাদি ভূমিজ মনোভাব প্রসূত আঞ্চলিকতাবাদ বিকাশে উদ্যোগ নেয়। রাজবংশী, কামতাপুরী ইত্যাদি আন্দোলন ভূমিজ মনোভাব প্রসূত আঞ্চলিকতাবাদের উদাহরণ।

৩. চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনজনিত আঞ্চলিকতাবাদ (**Regionalism in terms of ultimate goal**) : বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য থাকে। যেমন কোনো অঞ্চল পৃথক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য বা স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য বা অধিক ক্ষমতা লাভের বাসনা পোষণ করে থাকে। এগুলির অর্জনের জন্য যে আঞ্চলিকতাবাদ বিকশিত হয় তা চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন জনিত আঞ্চলিকতাবাদ নামে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনজনিত বিভিন্ন প্রকারের আঞ্চলিকতাবাদ পরিলক্ষিত হয়। এগুলি মূলত ৪টি ভাগে বিভক্ত। যথা—

(ক) **অধিক স্বাধীনতা ও ক্ষমতার দাবির ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদ** : ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বহু সময়ে অধিক স্বাধীনতা ও ক্ষমতার দাবিতে সোচ্চার হতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনার কথা বার বার উচ্চারিত হয়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন

হওয়ার পর কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক তথা রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দানের জন্য এক ধরনের আঞ্চলিকতাবাদ বিকশিত হয়। সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা বিকল্প ভাবনা যা ১৯৭৭ সালে গড়ে ওঠে তা আজও অব্যাহত রয়েছে।

(খ) **স্বাধীন রাজ্যের দাবির ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism demanding Separate statehood) :** বহু সময়ে একটি রাজ্যের বা একাধিক রাজ্যের সন্নিহিত অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যের দাবিতে আঞ্চলিকতাবাদ বিকাশ লাভ করে। যথা বোম্বাই রাজ্যে বা পাঞ্জাবে রূপ আঞ্চলিকতাবাদের অভিব্যক্তি দেখা যায়। বোম্বাই রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়ে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত রাজ্যের জন্ম হয়। অনুরূপ পাঞ্জাব রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের সৃষ্টি হয়। অসম রাজ্যে মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম গঠন এ ধরনের আঞ্চলিকতাবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য হল এর সাম্প্রতিক নিদর্শন।

(গ) **স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবির ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism demanding independent state) :** কোনো রাজ্য বা কোনো অঞ্চল একটি রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দাবি জানাতে পারে। এ ধরনের দাবিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবির ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদ বলে অভিহিত করা হয়। পাকিস্তানের অঙ্গীভূত পূর্ব পাকিস্তান পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়। ভারতেও বহু রাজ্য বা অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি দেখা যায়। পাঞ্জাবে খালিস্তান, জম্মু ও কাশ্মীর, অরুণাচল প্রদেশ, গোর্খাল্যান্ড, তামিলনাড়ুতে এ ধরনের আঞ্চলিকতাবাদ দেখা যায় অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য হল এই আঞ্চলিকতাবাদের মূল ভিত্তি।

অধ্যাপিকা ভারতী মুখার্জি সঠিক ভাবেই বলেন উপরোক্ত তিন ধরনের আঞ্চলিকতাবাদের মধ্যে নির্দিষ্ট বিভাজন সম্ভব নয়। একে অপরের সঙ্গে অনেক সময়েই সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

যাই হোক, সমকালীন ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা। ভারতের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক কারণে বিকশিত আঞ্চলিকতাবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রসারিত করছে। ফলে ভারতের জাতীয় সংহতি ও ঐক্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এর ভয়াবহ রূপ ভারতের জাতীয় সংহতি ও ঐক্যকে বিপন্ন করতে পারে এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

২৪.৪ ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশের কারণসমূহ (Causes of Regionalism in India)

সম্প্রতি ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিকতাবাদের বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয় রাজনীতির নির্ধারক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এর অর্থ এই নয় যে আঞ্চলিকতাবাদ নতুন কোনো বিষয়। কারণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এই বিষয়টি হল ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশে যে সমস্ত কারণগুলিকে চিহ্নিত করা হয় সেগুলি আলোচনা করলে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়।

(i) **আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব :** স্বাধীনতার পরে দুই দশক কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এই সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু কংগ্রেসের বিভাজন এবং একাধিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব আঞ্চলিকতাবাদেকে বিকশিত হতে সহায়তা করে। কারণ সংকীর্ণ আঞ্চলিক স্বার্থকে মূলধন করে এই দলগুলি গড়ে উঠে। বর্তমানে জাতীয় দলগুলির আঞ্চলিক স্তরে আর আগের মতো প্রাধান্য নেই। এই সুযোগে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের অভাব, অভিযোগ, বিদ্রোহ ও বঞ্চনার বিষয়গুলিকে প্রাণবন্ত করে

আঞ্চলিকতাবাদকে উসকে দেয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে আকালি দল, তেলেগু দেশম, ন্যাশনাল কনফারেন্স, ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সমস্ত দল ভারতে আঞ্চলিকতাবাদকে প্রসারিত করে থাকে।

(ii) **রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা** : গত শতকের আটের দশকের পর কেন্দ্রে সরকার গঠনে আঞ্চলিক শক্তিগুলির ভূমিকা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী সহ শীর্ষ-স্থানীয় নেতা-নেত্রীরা নিজ নিজ ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিগুলিকে সমর্থন করে আসছেন। অর্থাৎ আঞ্চলিক শক্তির শীর্ষ স্থানীয়দের তোষণ করার প্রবণতা উত্তরোত্তর ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পাঞ্জাবের জৈল সিং অথবা দার্জিলিং-র বিমল গুরুং কে তোষণ করার কথা বলা যেতে পারে।

(iii) **ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র প্রবণতা** : সংবিধান ক্ষমতাবন্টনে কেন্দ্রকে অধিক শক্তিশালী করেছে। এর তুলনায় রাজ্যের ক্ষমতা অনেকাংশে ক্ষীণ। আইন, শাসন, অর্থ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকখানি প্রাধান্যের অধিকারী। তাই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি রাজ্যগুলিতে এবং কেন্দ্রে সরকার গঠনে আঞ্চলিক দলগুলির নিয়ামকের ভূমিকা থাকায় তারা প্রায়শই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানায়। এই প্রতিক্রিয়ামূলক মনোভাব কালক্রমে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়।

(iv) **ভাষাগত বৈচিত্র্য** : ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা আঞ্চলিকতাবাদের বিস্তারে কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে কোনো না কোনো ভাষার প্রাধান্য থাকে। যা অন্য রাজ্যের সাথে পৃথক ভাবতে সাহায্য করে। এছাড়া ভাষার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটেছে যা নিজেদের রাষ্ট্রের অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ভাবায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন ডি. এম. কে. বা এ. ডি. এম. কে.-র কথা।

(v) **ধর্মের ভূমিকা** : 'ধর্ম' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে; যার অর্থ হল ধারণ করা। অর্থাৎ ধর্ম মানুষকে ধারণ করে রাখে; বা একসূত্রে আবদ্ধ করে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ই নিজ ধর্মকে অন্য ধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করে এবং অনেকে অন্য ধর্মকে নিকৃষ্টের চোখে দেখে। এই মনোভাব তাদের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশ ঘটায়। এমন কিছু কিছু অঞ্চল আছে যেখানে কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখা যায়। এর হাত ধরেই ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটেছে। আকালি দল, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দলগুলি নিজ নিজ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য সরকারি ক্ষমতার আনুকূল্য প্রার্থনা করে। এই স্বাজাত্যবোধ আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশ ঘটায়।

(vi) **অর্থনৈতিক বৈষম্য** : ভারতে অঙ্গরাজ্য গুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পদ সামর্থ্য ও উন্নয়নের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শক্তি সম্পদ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম, জনগণের মাথাপিছু আয় ও ভিন্ন প্রকৃতির। অনগ্রসর অঞ্চলের অধিবাসীরা সরকারি সুযোগ সুবিধা ও নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়। আবার সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রকৃতির নয়। অনগ্রসর অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি এক শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত থাকে। ফলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা তাদেরকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করে। এই বিষয়টিও আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়।

(vii) **আদিবাসীদের ভূমিকা** : আদিবাসীরা নিজেদেরকে বঞ্চিত, নিপিড়িত, অবহেলিত ও শোষিত জাতি বলে মনে করে। এরা বনজ সম্পদ ও ভূসম্পত্তিকে প্রকৃতি প্রদত্ত নিজ সম্পত্তি বলে মনে করে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার এগুলির যথেষ্ট ব্যবহার করছে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার

কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। উত্তর-পূর্ব ভারতে পাহাড়িদের আন্দোলন এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। এরা নিজেদেরকে অন্য সমতল ভূমির জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে। এই বোধও আঞ্চলিকতাবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে।

(viii) আঞ্চলিক সংবাদপত্রের ভূমিকা : আঞ্চলিকতাবাদের ধ্যানধারণাকে প্রস্ফুটিত করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ পত্রগুলির ভূমিকাকে কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত সংবাদপত্রে সংকীর্ণ আঞ্চলিক স্বার্থকে তুলে ধরা হয় এবং উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের আবেগ, অনুভূতির সার্থক প্রতিফলন এখানে ঘটে। অন্যান্য পত্রিকার সাথে এদের মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। অনেক সময়ে আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকাগুলি প্ররোচনার প্রেরণা জুগিয়ে আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশের পথকে প্রসারিত করে।

উপসংহারে একথা স্বীকার করতেই হয় যে ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশে নানাবিধ উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সবথেকে তাৎপর্যবহ উপাদান হল অসংগতিপূর্ণ আর্থিক বিকাশ। বস্তুত কেন্দ্র-রাজ্য বা রাজ্যে-রাজ্যে অর্থনৈতিক বিকাশে সম বিকাশ ঘটেনি। ফলে একে অপরকে দোষারোপ করার মধ্য দিয়ে আঞ্চলিকতাবাদ ভারতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বা উঠবে। দেশের সব অঞ্চলে যাতে যথাযথ ও সঠিক উন্নয়ন ঘটে তার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী জনগোষ্ঠীগুলির মানসিক আশঙ্কাকে দূর করতে হবে। বুদ্ধিজীবীদের এব্যাপারে একটা সার্থক ভূমিকাও আছে। সকলে প্রয়াসী হলে ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের সমস্যাকে দূর করা কোনো কঠিন কাজ হবে না।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Bombwall, K. R. (Ed.) : *National Power and State Autonomy,* Meenakshi, New Delhi, 1977.

২. Ikbal, Narain (Ed.) : *Revolt of the Region,* Eastern Economist, New Delhi, 1969.

৩. Majheed, A. (Ed.) : *Regionalism : Developmental Tensions in India,* Cosmos Publications, New Delhi, 1984.

৪. Ram Raddy, G. and Sharma, B. A. V., : *Regionalism in India : A Study of Telengana,* Concept, New Delhi 1979.

৫. Weiner, Myron (Ed.) : *State Politics in India,* Princeton University Press, New Jersey, 1968.

৬. Mukherjee, Bharati : *Regionalism in Indian Perspective,* K. P. Bagchi & Co. Kolkata, 1991.